"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার কুয়াশা বড়ই শক্তিশালী, তার থেকে সতর্ক থাকতে হবে, কুয়াশার ঘনঘটায় কখনোই হতাশ হলে চলবে না"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা কোন্ কর্তব্য করেছে যার স্মরণিক শাস্ত্রতে আছে ?

*উত্তরঃ - মহাবীর বাচ্চারা মূর্ছিতদেরকে সঞ্জীবনী বুটি দিয়ে সুরজীত করেছে, এর স্মরণিক শাস্ত্রতেও দেখানো হয়েছে। বাচ্চারা তোমাদের দয়া হওয়া উচিত। যারা সেবা করতে-করতে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে নিতে যে কোনো কারণে বাবার হাত ছেড়ে চলে গেছে, তাদের পত্র লিখে সুরজীত বানাও। পত্র লেখো যে, তোমাদের কি হলো যে তোমরা পঠন-পাঠন ছেড়ে দিলে.... হতভাগ্য কেন হলে! পড়ে যাচ্ছে যারা তাদেরকে (পতনের হাত থেকে) বাঁচানো উচিত।

*গীতঃ- নয়নহীনকে পথ দেখাও....

ওম্ শান্তি । এই গীত খুবই সাধারণভাবে গায়, হে ভগবান অন্ধের লাঠি হও - কেননা ভক্তি মার্গে অনেক ঠোক্কর খায়, কিন্তু বাবাকে পায় না। আত্মা বলে, ও বাবা আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এই শরীরের দ্বারা অনেক ঘুরে-বেড়িয়েছি। আপনার পথ খুবই কঠিন। এটা তো অবশ্যই মানুষ জানে যে, জন্ম-জন্মান্তর আমরা ভক্তি করে এসেছি। এটা জানেনা যে, আমরা জ্ঞান পাবো, তখন আমরা নেত্রহীন থেকে প্রকৃত নেত্র পাবো। ভক্তিমার্গের নিয়ম হলো ভক্তি করা আর ধাক্কা খাওয়া। অর্ধকল্প ধাক্কা খেয়েছো। তোমরা এখন ধাক্কা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছো। তোমরা ভক্তি করো না, না শাস্ত্র পড়ো। যখন ভগবানকে পেয়ে গেছি তখন এসব কেন করব! যখন ভগবান আমাদেরকে নিজের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন তখন আমরা ধাক্কা কেন খাবো ! ভগবান এসেছেন যখন অবশ্যই সকলকে সাথে নিয়ে যাবেন। সকলে ধাক্কাও খেতে থাকে আর একে অপরকে আশীর্বাদও করতে থাকে, কিছুই বোঝেনা। পোপ সাধু সন্ত যারাই আসে মানুষ ভাবে এরাই হল গুরু যারা আমাদেরকে পথ দেখাবে ভগবানের সাথে মিলনের জন্য। কিন্তু এই গুরুরা নিজেরাই পথ জানে না তাহলে দেখাবে কি করে ! আশীর্বাদ দিলেও কেবলমাত্র এটাই বলে যে ভগবানকে স্মরণ করো। রাম-রাম বলো। যেরকম রাস্তায় কেউ যদি জিজ্ঞাসা করো যে এই স্থানটি কোথায় ? তখন বলবে এই রাস্তা দিয়ে চলে যাও, তাহলে পৌঁছে যাবে। এইরকম কখনোই বলবে না যে সাথে নিয়ে যাব। তোমাদের রাস্তা দরকার - ওরা সেটির নির্দেশ দিয়ে দেয়, কিন্তু সাথে কোনো গাইড থাকা দরকার তাই না। গাইড ব্যতীত হতাশ হয়ে পড়বে। যেরকম তোমরাও একদিন কুয়াশার কারণে জঙ্গলে হতাশ হয়ে পড়েছিল। এই মায়ার কুয়াশা খুবই শক্তিশালী। স্টিমার চালকরা কুয়াশার কারণে রাস্তা দেখতে পায় না, খুবই সতর্ক থাকে। আর এ তো হল আবার মায়ার কুয়াশা, কেউ রাস্তার সন্ধান পায় না। জপ, তপ, তীর্থ ইত্যাদি সব করতে থাকে। জন্ম-জন্মান্তর ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ভক্তি করে এসেছে। অনেক প্রকারের মত পেয়েছে, যেইরকম সঙ্গ সেইরকম রঙ। প্রত্যেক জন্মে গুরুও করতে হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা সদগুরুকে পেয়েছো। উনি স্বয়ং বলেন আমি প্রত্যেক কল্পে কল্পে এসে তোমাদের বাচ্চাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই, তারপর আবার বিষ্ণুপুরীতে পাঠিয়ে দেবো।

এখন আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। ধরো কোনো গুরু বা পন্ডিত এসে এই জ্ঞান নিল তারপর অন্যদেরকে বলল যে, মন্মনাভব, শিব বাবাকে স্মরণ করো। তাহলে তার শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করবে আপনি এই জ্ঞান কোথা থেকে পেয়েছেন! তারা তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে যে ইনি অন্য কোন রাস্তা নির্বাচন করে নিয়েছেন। ওনার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। তার সেই মান্যতা চলে যাবে। বলবে আপনি ব্রহ্মাকুমারীদের থেকে জ্ঞান নিয়েছো তাহলে আমরাও বি.কে.দের কাছেই যাব । গুরুরা নিজেরাই বলে - সব জিজ্ঞাসু আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবে। তখন আমরা কি খাবো। সব ব্যবসা শেষ হয়ে যাবে। সমস্ত মান-সম্মান শেষ হয়ে যাবে। এখানে সাতদিন ভাট্টিতে রেখে সবকিছু করাতে হবে। রুটি তৈরি করো, এটা করো.... যেরকম সন্ন্যাসীরাও করায় তখন দেহ-অভিমান সমাপ্ত হয়ে যাবে। তখন এইরকম ব্যক্তিদের থাকা বড়োই কঠিন হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কথা হল যারা বাইরে থেকে আসবে তাদেরকে সবার প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে যে - আমরা মাতা-পিতার থেকে বিশ্বের মালিক হওয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বাবা হলেন বিশ্বের রচয়িতা। আমাদের এইম অবজেক্ট (প্রধান লক্ষ্য) হল, আমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ হতে হবে। তোমরাও যদি ভর্তি হতে চাও তাহলে আটদিন এসে পড়াশোনা করতে হবে। বড়ই কঠিন পরিশ্রম। এতটা অভিমান কেউ পরিত্যাগ করতে পারে না। এইরকম মানুষেরা চট্ করে আসতে পারে না। বাবা বোঝান, তোমরা হলে ভাই-বোন। একে অপরকে বোঝাতে পারবে। যেমন কোনো বাচ্চা

যে খুব ভালো সেবা করতো, অনেককে বুঝিয়েছে। এখন বাবার হাত ছেড়ে দিয়েছে। এখন তো তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন ব্রহ্মার দ্বারা । ডাইরেক্ট তো পড়াতে পারবেন না। তাই বাবা বলেন, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করাই। রাজযোগ শেখাই। যদি কেউ ব্রহ্মার হাত ছেড়ে দিয়েছে তাহলে সে শিববাবারও ছেড়ে দিয়েছে। বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে অমুকে কেন ছেড়ে দিল ? ভাগ্যবান হওয়ার পরিবর্তে হতভাগ্য কেন হলে ? তুমি কার ওপর অভিমান করেছো ? বোনেদের ওপরে অভিমান করেছো বোধ হয়। তুমি যে এতো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে চেয়েছিলে তাহলে কি হলো ! শিক্ষক বাবা তোমাকে কি কিছু বলেছেন যে পঠন-পাঠন ছেড়ে দিলে আর হতভাগ্য হয়ে গেলে ! বাবাও জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে - তুমি রাজযোগ শেখা কেন ছেড়ে দিলে ! তুমিও আশ্চর্যবৎ বাবার বনন্তী, কথন্তী, ভাগন্তীতে এসে গেলে। নিজের ভাগ্যের রেখা টেনে সমাপ্ত করে দিলে ! সময় বুঝে ওদেরকে লেখানো উচিত। হতে পারে - পত্র পড়ে আবারও জেগে উঠলো। পতনের থাকে চলে যাচ্ছে যারা তাদেরকে বাঁচানো দরকার। ডুবে যাচ্ছে এমন অবস্থায় কাউকে বাঁচানো হলে অনেক ধন্যবাদ দেয়। এটাও এক প্রকারের ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচানো। এটা জ্ঞানেরই কথা। লিখতে হবে - তুমি মাঝির হাত ছেড়ে দিয়েছ তাহলে তো ডুবে মরবে। সাঁতারুরা (ডুবুরি) নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যদেরকে বাঁচায়। যদি কেউ দক্ষ সাঁতারু না হয়ে থাকে তাহলে সে নিজেও ডুবে যায়। তুমিও যদি কাউকে ডুবতে দেখো তাহলে দশ-বিশটা চিঠি লেখো, এটা কোনো ইনসাল্ট করা নয়। তুমি এতটা সময় হাত ধরে ছিলে, অন্যদেরও বুঝিয়ে ছিলে তাহলে তুমি কীভাবে ডুবে যাচ্ছো। তোমরা ভালোবাসার সাথে লেখো। বোন, তুমি তো রাজযোগ শিখে পার হতে চেয়েছিলে - এখন তুমি ডুবে যাচ্ছো। দয়া এলে তখন বেচারাদেরকে বাঁচাবে। তারপর কেউ বাঁচতে চাইল কি না বাঁচলো - এটা হল তার ভাগ্য। দ্বিতীয় কথা হল যারা প্রদর্শনীতে মতামত লেখে যে এখানে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পথ বলা হয়। এই রাজযোগ অনেক ভালো। ব্যস্ লিখে বাইরে বেরোলেই ভুলে যায়। এজন্য যারা লেখে তাদের ফলো করতে হবে যে তুমি এই মতামত লিখে দিয়েছিলে কিন্তু করলে কি ! না নিজের কল্যাণ করতে পারলে না অন্যের ! প্রথম মুখ্য কথা হলো মাতা-পিতার পরিচয় দিতে হবে। এরজন্য বাবা যা প্রশ্নাবলী বানিয়েছেন সেটা জিজ্ঞাসা করো - পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার সম্বন্ধ কী ? কোন্ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় ! এটা লেখাতে হবে। কিন্তু সমস্ত প্রদর্শনী বুঝিয়ে তারপরে লিখে কোনো লাভ নেই। মুখ্য কথা হলো মাতা-পিতার পরিচয় দেওয়া। এখন যদি বুঝে থাকো তাহলে লেখো, নাহলে কিছুই বুঝতে পারোনি। খুব আন্তরিকতার সাথে বুঝিয়ে তারপর লেখানো উচিত। তারা যেন লেখে যে, প্রকৃতই এনারা হলেন জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা। তারা যদি লিখে দেয় যে, অবশ্যই বাবার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা যায়। তাহলে বুঝতে হবে যে তুমি কিছু সেবা করেছো। তারপর যদি না আসে তাহলে পত্র লিখতে হবে যে, প্রকৃতই এনারা জগৎ অম্বা আর জগৎ পিতা হলে তাহলে কেন উত্তরাধিকার নিতে আসছো না !হঠাৎই কাল খেয়ে নেবে । পরিশ্রম করা উচিত । প্রদর্শনী করলে, সেখান থেকে অতি কষ্টে দু-চারজন বের হলে লাভ কি হবে ! বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে হবে। আসা ছেড়ে দিলে চিঠি লিখতে হবে। তুমি বেহদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছিলে, তারপর মায়া তোমাকে ধরে নিয়েছে। প্রভুর পক্ষ ছেড়ে দিচ্ছো। এভাবে তো তুমি নিজের পদ ভ্রষ্ট করে ফেলবে। যারা মহাবীর হবে তারা শীঘ্রই সঞ্জীবনী বুটি দেবে। এ অজ্ঞান হয়ে গেছে। মায়া নাক ধরে নিয়েছে তাহলে তাকে বাঁচাতে হবে, এতটা পরিশ্রম করলে তখন তো কোটিতে কেউ বেরোবে। বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে যে এই চারাগাছটি কেমন। কন্যারা লেখে যে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু তোমরা বেশি কথার মধ্যে যেও না। প্রথম মুখ্য কথা হল বুঝিয়ে লেখাও তারপর অন্য কথা। একমাত্র ত্রিমূর্তি চিত্রের মাধ্যমেই সমস্ত কিছু বোঝাতে হবে। যদি নিশ্চয় করো যে এনারা হলেন তোমাদের মাতা-পিতা, তবে এনাদের থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে

। কেউ যত বৃদ্ধই হোক না কেন - এই দুটি শব্দ তো সকলকে বোঝাতে পারবে তাই না। যদি এই দুটো শব্দও ধারণ করতে না পারে তাহলে বাবা বুঝতে পারেন যে এদের বুদ্ধি কোন্ আবর্জনায় নিমজ্জিত আছে। মুখে বেশী কিছু বলার দরকার নেই। কেবল বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। উত্তরাধিকার হল বিষ্ণুপুরী, যার তোমরা মালিক হও। বাবা অতি সহজভাবেই বুঝিয়ে থাকেন। অহল্যা, কুব্জা যে কেউই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে। কেবলমাত্র শ্রীমত অনুসরণ করতে হবে। দেহী-অভিমানী হওয়া খুবই সহজ। কেউ গৃহস্থ জীবনে না থাকলে, একাকী থাকলে অনেক সেবা করতে পারবে। কারো কারো দেহ-অভিমান থাকে। মোহের তার ছিন্ন হয় না। দেহী-অভিমানী যে হবে সে শরীরের প্রতি মোহ রাখবে না! বাবা যুক্তি বলেন দেন যে, তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করো। এটা হল পুরাতন দুনিয়া, এর থেকে মমত্ব ত্যাগ করতে হবে। এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। উত্তরাধিকারকে স্মরণ করলে রচয়িতাও স্মরণে এসে যাবে। কত প্রাপ্তি আছে, নিজেও করো আর অন্যদেরও করাও। মাতা-পিতা বাচ্চাদের যোগ্য বানায় তারপর বাচ্চার কতর্ব্য হল বাবার দেখাশোনা করা। তাহলে মাতা-পিতা মুক্ত হতে পারে । এখানে অনেকেই আছে যারা মুক্ত হতে পারে না । কারো নিজের সন্তান না থাকলে তখন ধর্ম সন্তানের প্রতি মোহ এসে যায় তখন সে পদ প্রাপ্ত করতে পারে না। সার্ভিসের পরিবর্তে ডিসসার্ভিস করে ফেলে। প্রদর্শনীতে মুখ্য কথা এটাই বোঝাতে হবে – যার দ্বারা নিশ্চয় হয়ে যায় যে, প্রকৃত ইনিই হলেন আমাদের পিতা।

এনার দ্বারা রাজযোগের মাধ্যমে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। নতুন দুনিয়ার রচনা কেমন হয় ! কীভাবে আমরা মালিক হই, এগুলি হল এইম অবজেক্ট (প্রধান লক্ষ্য)। কিন্তু বাচ্চারা পুরোপুরী বোঝায় না। তোমরা বাচ্চাদেরকে রাতদিন খুশিতে থাকতে যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। ওখানে বিষ্ণুর দৈবী সন্তানেরও এতটা খুশি থাকবে না যতটা এখন তোমাদের ঈশ্বরীয় সন্তানদের আছে।

এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছে তারপর তোমরাই বিষ্ণুর সন্তান হবে, কিন্তু খুশি এখনই রয়েছে । দেবতাদের ঈশ্বরীয় সন্তান থেকে উচ্চ বলা হয় না। তাহলে ঈশ্বরীয় সন্তানদের কতটা খুশিতে থাকা দরকার। কিন্তু এখান থেকে বাইরে বের হলেই মায়া পুরোপুরি ভুলিয়ে দেয়। তাহলে বুঝতে হবে ভাগ্যে রাজত্ব নেই, অনেক পরিশ্রম করতে হবে। মায়া এমনই যে তৎক্ষনাৎ-ই থাপ্পড় মেরে ভুলিয়ে দেয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) মোহের সমস্ত তার ছিন্ন করে এই পুরাতন দেহ আর দুনিয়া থেকে মমত্ব ত্যাগ করে সেবায় নিয়োজিত হতে হবে। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে উপার্জন জমা করতে হবে।

২) দক্ষ সাঁতারু হয়ে সকলকে পারে নিয়ে যাওয়ার সেবা করতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে, বুদ্ধি আবর্জনাতে নিমজ্জিত করলে চলবে না।

বরদানঃ- সর্বশক্তিকে নিজের অধিকারে রেখে সহজে সফলতা প্রাপ্তকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

যত যত মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্থিতিতে স্থিত (সীট পর সেট) হতে পারবে ততই এই সর্বশক্তি নির্দেশ অনুসারে চলবে। যেরকম স্থূল কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে যে সময় যেভাবে নির্দেশ দাও সেইরকম নির্দেশানুসারে চলে, সেরকম যেন সূক্ষ্ম শক্তিগুলিও নির্দেশ অনুসারে চলে। যদি এই সর্বশক্তিগুলি এখন থেকেই নির্দেশ অনুসারে চলে তখন অন্তিমে সফলতা প্রাপ্ত করতে পারবে ।কেননা যেখানে সর্বশক্তি আছে, সেখানে সফলতা জন্মসিদ্ধ অধিকার।

স্লোগানঃ- আকারী আর নিরাকারী স্থিতিতে সহজে স্থিত হতে হলে নিরহংকারী হও।

অমূল্য জ্ঞান রত্ন (দাদীদের পুরানো ডায়েরী থেকে)

বাস্তবে স্মরণের রূপরেখা কোনটি ? পিতা সম দিব্য কর্তব্যে তৎপর থাকা। পরমাত্মার স্মরণে রয়েছো, সেটা কীভাবে বোঝা যাবে ! যেমন কোনো বাচ্চা, যখন সে তার নিজের পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেও সেই কার্য করার জন্য তৎপর থাকে, তখন সে তার পিতার স্মরণের রূপরেখা তৈরী হয়ে যায়। কেননা পিতা তার নিজের সন্তানকে আজ্ঞাকারী দেখে অনেক খুশি হয় যে, আমার সন্তান সম্পূর্ণ রূপে সুপাত্র হয়েছে যে আমার অবর্তমানে আমার ঘরের দায়িত্ব পালন করে। সেরকমই যে যে দৈবী বৎসরা নিজের দৈবী মাতা-পিতার সমান দিব্য কর্তব্য করতে তৎপর থাকে, সেটাই হল স্মরণের অরিজিনাল রূপ। যে স্ব স্বরূপে মাতা-পিতা স্থিত থাকেন, সেই স্ব স্বরূপে বালকও স্থিত থাকলে উভয়ের সম্বন্ধের তার কানেক্ট (সংযুক্ত) হয় আর পিতার নিকট শীঘ্রই পৌঁছে যায়। পিতাও বলেন যে, এই সন্তান আমার সমতুল্য হয়ে উঠেছে অর্থাৎ এ সাক্ষাৎ আমারই স্বরূপ। এই রীতি অনুযায়ী অন্তর্মুখতায় স্থিত থেকে সাইলেন্সের দ্বারা পরমাত্মাকেও নিকটে আকৃষ্ট করা যায়। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;